কবিতাবলি

যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম

নিখিল চট্টোপাধ্যায়

তোমার জন্মদিনে বসব আমোদরের পাড়ে।
বয়ে চলা স্রোতের গা ঘেঁষে
সদ্য গজিয়ে ওঠা গাছ-গাছালির নিচে।
তুমি আসবে—
আসবে তোমার ভাইদের নিয়ে পাকাগিন্নির মতো
শাড়ির আঁচলে মুড়ি আর নাড়ু বেঁধে নিয়ে...
কখনও দাঁড়াবে জলার ধারে
আবার কখনও গিয়ে দাঁড়াবে তুলাখেতে
যেখানে ঘুমিয়ে ন্যাতা হয়ে
শুয়ে থাকবে
বৈকুণ্ঠ থেকে আসা ছোট্ট মেয়েটি তুমি।

কখনও ছুটে যাবে ধানখেতে
মায়ে-ঝিয়ে যত্ন করে কুড়োবে
পঙ্গপালে কাটা ধান
হাসিমুখে ক্লান্ত হবে...
কখনও গিয়ে বসবে অন্নসত্রে।
দুহাতে বাতাস করে
জুড়িয়ে দিয়ে গরম খিচুড়ি
তুলে দেবে ক্ষুধার্তের মুখে
জীবন্ত অন্নপূর্ণা।
তোমার জন্মদিনে দীনভাবে গিয়ে দাঁড়াব
তোমার খেলাঘরের উঠোনে।
যেখানে সাজিয়ে রেখেছ তোমার খেলার ডালি
দোরে, রান্নাঘরে পরিপাটি করে।

আবার কতকাল পরে তুমি আসবে
এসে দাঁড়াবে চেনা জায়গাগুলোতে তোমার।
আসবে-দেখবে-চলে যাবে
শুধু বলে যাবে—যেমনটি রেখে গিয়েছিলেম
ঠিক তেমনটিই আছে সব।

মাগো দেরি হয়ে যায়

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশিরজলে তারার ছায়া নয়নজলে মেরি
বাইরে গিয়েছিলেম বলে ফিরতে হল দেরি...
জর্ডন নদী বইতেছিল বেথলেহেম ঘিরে
সন্ধেবেলা মাগো আমার বসেছ নদীতীরে...
প্রভু যিশুর আঁখির কোণে জলের ঝিকিমিকি
মেষের শাবক হারিয়ে গেছে খুঁজেছি দশদিকই...
নীরব হল পাখির ডাকা ঝরল পাতা বনে
মেরি মাতার শূন্য কোলে সুখ নেইকো মনে...
অনেক হল খোঁজা তবু রাত্রি থরথরো
হিম কুয়াশায় হারিয়ে যাবে শান্ত চরাচরও...
এবারও নীল বসন্তবায় ফুল ফোটাবে চেরি
আমার শুধু একা একাই ফিরতে হল দেরি...

দীনজনে মাগো

মানস দাস

ঊষার আলোর স্নিগ্ধতায় তুমিই আছ জড়িয়ে;
তুমিই আছ ভক্তপ্রাণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে।
তোমার প্রকাশ অবিশ্বাসের ভিত দিয়েছে নড়িয়ে,
আমার সকল কাজে তোমার বার্তাটি দাও ধরিয়ে।
পরমা প্রকৃতি তুমি মা সারদা তুমিই জ্ঞানের দেবী
জগতজননী, কী দিয়ে তোমার চরণপদ্ম সেবি!
'মা' বলে ডেকেই অপার করুণা কতজনে পেয়ে ধন্য
স্বার্থে অন্ধ, অতি অভাজন দুয়ারে তোমার জন্য
ফুলে ও পাতায়, দূর্বা-লতায় সবখানে তব আসন,
ভক্তিনম্র বিশ্বাস দাও পাপাচারে করো শাসন।
সুখ-সম্ভোগে তলিয়ে যেতেও কাঁপে না হৃদয় কেন!
আঁধার জীবনে তোমার স্পর্শে সংবিৎ ফেরে যেন।
শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা তুমি—'পরমহংসী' তবে
বিশ্বাস করি, তোমার অভয়ে দীনতার লয় হবে।

ঠাঁই দাও চরণকমলে

আশিস নাজির

মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীড় ছেড়ে যেতে চাই অসীমের পথে
নীল দিগন্তের পারে—অপরূপ প্রান্তরে
যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি হাসো।
শুধু জানি বারে বারে সম্পদ সুখের ঘোরে
ভুলালে এমন করে রেখে দিলে খেলাঘরে
হয়তো এ-লীলা ভালবাসো।

কেন তুমি আশা স্বপ্নে জড়ালে আমায়?
নিত্যদিন অনিত্যের মোহমমতায়
নদীর স্রোতের মতো দিন চলে গেছে কত
অরূপে লুকালে তুমি রূপের ছটায়।

কতদিন ভুল বুঝে আত্মসুখে মগ্ন থেকে
চেয়েছি তোমার কাছে যা-চাওয়ার নয়
তবুও দুহাত ভরে দিয়েছ পূর্ণ করে
ভুবনমোহিনী মায়া—বুঝিনি তোমায়।

বেলা শেষ হলে পরে জীর্ণবসন ছেড়ে
যদি ডাকি অকাতরে 'মা তুমি কোথায়'
কেমন না পার এসে আমার খেলার দেশে
ভাঙা খেলনার রাশি এখন সবই তো বাসি,
অনাদরে রাখি ফেলে সূর্য অস্তাচলে
তোমার পরশ দিয়ে একবার কোলে নিয়ে
যে-সুখে অমৃত আছে সেখানে মুক্তির মাঝে
ঠাঁই দিতে চরণকমলে।

শ্রীমায়ের একটি ছবি দেখে

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

রানি নন, তাই নেই সিংহাসন
রাজবেশ। হীরে মুক্তোর
চোখ-ঝলসানো অলংকারও নেই পূত শ্রীঅঙ্গে।
পরনে সাধারণ আটপৌরে থান
বসে আছেন মেঝেতে দু-পা ছড়িয়ে—
যেমন বসে থাকেন বর্ষীয়সী পল্লিবধূ
গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে।

রানি নন, অথচ
বিপুলা এই পৃথিবী তাঁর রাজ্য
মাটি মায়ের আসন—সিংহাসন
পঞ্চ মহাদেশের অগণিত মানুষ
পাত্র-মিত্র-অমাত্য—তাঁরই সন্তান।
তুচ্ছ হয়ে যায় রাজসম্পদ
তাঁর অমূল্য প্রেমধনের কাছে,
সে-প্রেম 'নিকষিত হেম'।

রানি নন, তিনি রাজরাজেশ্বরী
অহরহ ধ্বনিত হয় তাঁর কর্ণকুহরে
লক্ষ কণ্ঠের ব্যাকুল মাতৃসম্ভাষণ
মধুরতম এক অবিরাম ধ্বনি—মা, মা, মা।

অমৃতবাণী

তপনকুমার ভট্টাচার্য

তুমিই তো বলেছিলে নতমুখ বিনম্র সুরে
প্রতিধ্বনি সুরতরঙ্গ কাছে কিংবা দূরে
কে দিয়েছে টংকার, কার বা দেওয়া কথা
শান্তির বর্ষণধারা সঙ্গে নীরবতা।
এ হেন আবহে আমি মন্ত্রমুগ্ধ থাকি
কী জানি কোথাও কিছু রয়ে গেছে ফাঁকি
ভাষার জোগান নেই, শব্দে অনটন
তবুও সাঁতরায় দিঘি বিমুগ্ধ মন।
তোমার কৃপার দৃষ্টি স্বপ্নে জাগরণে
আমাকে দীপ্ত করে অদৃশ্য কিরণে
বহমান নদীস্রোত, ছন্দ অলংকার
শোনায় শাশ্বত বাণী অমৃত কথার।